প্রাক্‌কথন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর (২০০৮-২০১০) পড়াকালীন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মে। আর এই আগ্রহ বশতই স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষে 'বিশেষ পত্র' ছিল 'মধ্যযুগের মঙ্গল আখ্যান ও অনুবাদ কাব্য।' আধুনিক চিন্তাচেতনার বিকাশে ও পাঠকের চাহিদার প্রবণতায় মধ্যযুগের সাহিত্য আজও অত্যন্ত অবহেলিত থেকে গেছে। মধ্যযুগের সাহিত্য মানেই অনেকের কাছে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের চর্বিতচর্বণ। তবে কবিরা যেহেতু সমাজেরই মানুষ। তাই তাঁদের কাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজের চিত্র উঠে আসবে এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত বাস্তব চিত্রও তুলে ধরতেন সেই চর্বিতচর্বণ কাব্যগুলির মধ্যে। তবে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের দলিল এই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতিই আমার বিশেষ করে ভালোলাগা জন্মায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পুথির ইতিহাস ও পুথি সম্পর্কে সামগ্রিক পরিচয়, সেই সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের ক্লাস নিতেন বিভাগীয় অধ্যাপিকা তথা আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর নতুন নতুন ভাবনাগুলি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। আর সেই সময় থেকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভালোলাগা জন্মে অনেক বেশী। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় পুথির রক্ষণাবেক্ষণের কাজের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলির পুথির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। এই প্রত্যক্ষ স্বাদ ও গন্ধের মাদকতা থেকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হই। আর এই উদ্দেশ্য নিয়ে মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করতে শুরু করি এবং মনসামঙ্গল সম্পর্কে ধারণাগুলি আত্মস্থ করতে থাকি। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যগুলি নিয়ে আধুনিক সাহিত্য লিখিত হয়ে চলেছে নতুনভাবে। সেদিকটি ভাবতে শিখিয়েছেন প্রধানত আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাঁরই সান্নিধ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নব নির্মাণ: ভাবনায় ও প্রকরণে'' শীর্ষক বিষয় নিয়ে গবেষণা কাজ শুরু করি। আধুনিক গদ্য-আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্য সংরূপ-এ মনসামঙ্গল কাব্যগুলির অন্তর্গত দেবী মনসা, চাঁদ সদাগর-সনকা, বেহুলা-লখীন্দর প্রভৃতি চরিত্র ও ভাবনাগুলি কীভাবে নতুন রূপ পেয়েছে, সেই সঙ্গে লেখকের ভাবনায় ও বিভিন্ন

সাহিত্য-সংরূপের প্রকরণে কীভাবে মনসা-কথায় নবনির্মাণ ঘটেছে— তা অন্বেষণই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। ''আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে 'শীর্ষক গবেষণাটির সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে আমি বিষয়টির অন্বেষণ, বিশ্লেষণ ও আলোচনার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পরিণতি প্রাপ্তির কাজে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। গবেষণাপত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন, যাঁর নিরলস সাহায্য ও সঠিক পরামর্শ দানে কোনদিন এতটুকুও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয় (বর্তমানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) আমাকে এই বিষয়ে নানা মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম রইল। সেই সঙ্গে আমার বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকদেরও আন্তরিক প্রণাম জানাই। গবেষণা কাজটি করতে গিয়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আমি চিরঋণী, সেগুলির নাম করতেই হয়— উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা, রাজগঞ্জ কলেজের গ্রন্থাগার, দি এশিয়াটিক সোস্যাইটি (কলকাতা), কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, ইসলামপুর মহকুমা গ্রন্থাগার। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহকর্মীবৃন্দদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া যাঁরা আমাকে গবেষণা কর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন— তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এছাড়া যাঁদের উপদেশ, সাহায্য ও আশীর্বাদ ব্যতীত আমার গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ হত না তাঁরা হলেন আমার বাবা আব্দুস সাত্তার, মা সাকিলা খাতুন, শ্বশুর মহাশয় শুকুর মাহমুদ, শাশুড়ি মা রহিমা বেগম, ছোট দাদা সৌকত আলী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এঁদের সকলকেই জানাই আমার ভালোবাসা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা। সর্বোপরি যাঁকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না, তিনি হলেন আমার চির সুখ-দুঃখের সঙ্গী আমার স্বামী ড. সৈয়দ মাহমুদ রাকিবুজ জামান (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বানারহাট কার্তিক ওঁরাও হিন্দি গভর্মেন্ট কলেজ, জলপাইগুড়ি) যাঁর ত্যাগ, ধৈর্য্য, ক্ষমা এবং ক্রমাগত উৎসাহ দান আমার বিরাট প্রাপ্তি। যাদের কথা খুব যত্নের সঙ্গে বলতে হয়, তারা হল আমার স্নেহের, আদরের দুই পুত্র

সৈয়দ মানিউজ জামান ও সৈয়দ জীশান জামান। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা। এছাড়া জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সহকর্মী, গ্রন্থাগারকর্মী ও শিক্ষাকর্মীদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবশেষে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ লাভে যারা সাহায্য করেছে, তারা হল আমার ভ্রাতৃপ্রতিম সুজিৎ রায় ও প্রসেনজিৎ দাস। তাদের প্রতি আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইল।

Magfera Begum
(মাগফেরা বেগম) 11/11/2019

তারিখ:

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং